দৈনিক সংবাদ

FEB. 08 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

ড্রপ আউটের সংখ্যা বাড়ছে

নীলফামারীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার জন্য খাদ্য বিতরণ ৭ মাস ধরে বন্ধ

নীলফামারী থেকে সাইফুল্লাহ মুন্না ঃ সরকারিভাবে কাগজে কলমে সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর প্রাথমিক শিক্ষায় ড্রপআউটের সংখ্যা অনেক কমে গেছে বলে দেখানো হলেও জেলার ৬টি উপজেলার ১৬টি ইউনিয়নের ২শ' ৪৩টি সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৯ হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার জন্য খাদ্য বিতরণ ৭ মাস ধরে বন্ধ থাকায় এবং অন্যান্য বিদ্যালয়ের প্রায় ৫৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর উপবৃত্তি প্রদানে ব্যাপক অনিয়ম ও আত্মসাতের কারণে এখন ড্রপআউটের সংখ্যা অনেক বেশি বলে জানালেন সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র।

একই কারণে গত বার্ষিক পরীক্ষায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণের সংখ্যা ছিল হাজিরা খাতায় উল্লেখ মোট ছাত্রছাত্রীর অর্ধেকেরও কম। তবে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর এই বার্ষিক পরীক্ষায় মোট কতজন ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছে আর কতজন অনুপস্থিত সে হিসাব এখনো তৈরি করতে পারেনি। এ হিসাব চূড়ান্ত করতে কয়েক মাস লেগে যায় বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র। আর এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের উদাসিনতাই দায়ী বলে জানায় ওই সূত্র।

কারণ, পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের ঘর, ভুয়া ছাত্রছাত্রী দেখিয়ে সুবিধা আত্মসাৎ অনিয়ম, পাঠাদান ইত্যাদি বিষয়ে পরিদর্শনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের মারাত্মক অবহেলা ও গাফিলতির কারণে গোটা জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে চরমভাবে।

নীলফামারী জেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ৪শ' ৭২টি, বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ৪শ' ৩৯টি, স্যাটেলাইট বিদ্যালয় আছে ৫৭টি এবং কমিউনিটি বিদ্যালয় আছে ২১টি। এই মোট ৯শ' ৮৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রছাত্রী আছে ২ লাখ ৪১ হাজার ২শ' ৮৮ জন।

নীলফামারী জেলার ৬টি উপজেলার প্রাথমিক পর্যায়ের এই আড়াই লাখ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৬ উপজেলার ১৬টি ইউনিয়নের ২শ' ৪৩টি সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ২৮ হাজার ৯শ' ৬ জন ছাত্রছাত্রী সরকারের শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচির আওতায় খাদ্য সুবিধা পেয়ে আসছিল। এতে উপকৃত হয় ২৭ হাজার ৫শ' ৮৩টি পরিবার আর একজন ছাত্রছাত্রীর পরিবার (সিঙ্গেল কার্ডধারী) পেত ১৫ কেজি গম বা ১২ কেজি চাল। আর একাধিক ছাত্রছাত্রীর পরিবার (যৌথ কার্ডধারী) পেত ২০ কেজি গম বা ১৬ কেজি চাল। কিন্তু গত জুলাই মাস থেকে অর্থাৎ ৭ মাস ধরে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি প্রকল্পের এই গম-চাল বরাদ্দ বন্ধ আছে। সম্প্রতি এই কর্মসূচিতে প্রতিটি উপজেলায় নতুন আরো একটি করে ইউনিয়নের সরকার প্রাইমারি স্কুল অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে আগের বরাদ্দ থেকে পরিবারপ্রতি গড়ে ৫ কেজি করে গম কমিয়ে দিয়ে সিঙ্গেল কার্ডধারীর ১৫ কেজি গমের পরিবর্তে ১০ কেজি করে এবং যৌথ কার্ডধারীর ২০ কেজির পরিবর্তে ১৫ কেজি করে বিতরণের পরিকল্পনা নেয় সরকার। নতুন পদ্ধতিতে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩ মাসের বকেয়া গম এই মাসের মধ্যেই বিতরণের কথা থাকলেও মাস শেষ হয়ে এলেও সেই বরাদ্দও এখনো আসেনি। ফলে এ পর্যন্ত গম পাওয়া অনিশ্চিত।

অথচ জুলাই-সেপ্টেম্বরের গমই এখনো শিক্ষার্থী পরিবারগুলো হাতে না পাওয়ায় অক্টোবর থেকে জানুয়ারির গম যে কবে নাগাদ মিলবে তা আরো অনিশ্চিত—একথা মনে করছেন বঞ্চিত পরিবারগুলো। যদিও কর্তৃপক্ষ জানায় সেপ্টেম্বর মাসের বরাদ্দ ইতোমধ্যেই দেয়া হয়েছে।

এদিকে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার জন্য খাদ্য (শিবিরা) কর্মসূচির গম বিতরণ বন্ধ থাকায় এর স্পষ্ট প্রভাব পড়েছে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর। গত বার্ষিক পরীক্ষায় এর সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলেছে। কারণ এই শিবিরার গম বন্ধ থাকায় অর্ধেক ছাত্রছাত্রীই বার্ষিক পরীক্ষায় অংশ নেয়নি। এসব কারণে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও পরীক্ষা গ্রহণ করেছেন ঢিলেঢালা ভাবে।

এদিকে প্রতি অর্থবছরের শুরুতে শিবিরা প্রকল্পে গম বা অর্থ বরাদ্দ হলেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার পর এ বরাদ্দের প্রস্তাব অনুমোদন না করায় শিবিরার গম/চাল বিতরণ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর নতুন সরকার আসার পর তারাও পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য ফেলে রাখলে ৬ মাস ধরে এ প্রকল্পের সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীরা এক ছটাক গম/চালের মুখও দেখেনি। এতে অনেক দুঃস্থ পরিবারে এরই মধ্যে দেখা দেয় অনটন। সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে দেখা দেয় অনীহা।